কৃষিভূমি, বনভূমি, জলাভূমি হ্রাস—দেশের সর্বনাশ মতবিনিময় সভা

আবাদী জমি রক্ষা, পরিকল্পিত আবাসন, বিকশিত জীবন ও কমপ্যাক্ট টাউনশিপ

তারিখ—১৭অক্টোবর ২০১৪

স্থান— চৌমুহনী, বেগমগঞ্জ, নোয়াখালী।

১. ১৭ ই অক্টোবর নোয়াখালী জেলার বেগমগঞ্জ উপজেলার চৌমুহনী পৌরসভায় কমপ্যাক্ট টাউনশিপ বিষয়ক বিষয়ক এক আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভায় সভাপতিত্ব করেন চরফ্যাশন ডিগ্রি কলেজের উপাধ্যক্ষ জনাব গিয়াস উদ্দিন ফরিদ, বিশেষ অতিথির আসন গ্রহণ করেন কমপ্যাক্ট টাউনশিপ ফাউন্ডেশনের সাধারণ সম্পাদক ড. আবুল হোসেন, চৌমুহনী পৌরসভার মেয়র আক্তার হোসেন এবং কমপ্যাক্ট টাউনশিপ ফাউন্ডেশনের ঈড়ৎব ঞবধস সদস্য জনাব একরাম হোসেন। মতবিনিময় সভায় বিভিন্ন ইউনিয়নের চেয়ারম্যান, বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক, কলেজ শিড়াক, উচ্চ বিদ্যালয় ও প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষক প্রতিনিধিবৃন্দ, রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দ, সাংবাদিক নেতা, প্রিন্ট ও ইলেকট্রিক মিডিয়ার প্রতিনিধিবৃন্দ, কৃষিবিদ, ছাত্র প্রতিনিধি, প্রথম আলো বন্ধুসভার প্রতিনিধি, সঙ্গীত প্রশিক্ষক, চিত্রশিল্পীসহ সমাজের গণ্যমান্য ব্যক্তিবর্গ উপস্থিত ছিলেন।

২. সভার শুরুতে কমপ্যাক্ট টাউনশিপ ফাউন্ডেশনের ঈড়ৎব ঞবধস -সদস্য জনাব একরাম হোসেন কমপ্যাক্ট টাউনশিপ বিষয়ে একটি পরিচিতিমূলক বক্তব্য প্রদান করেন। বক্তব্যে বাংলার আগের পরিচিত রূপ গোলাভরা ধান, পুকুর ভরা মাছের কথা বলেন । আজ নদী শীর্ণ ও তখনকার সময় এই নদীগুলোতে স্রোত ছিল, পানি ছিল খুব স্বচ্ছ।

৩. কমপ্যাক্ট টাউনশিপ ফাউন্ডেশনের সাধারণ সম্পাদক ড. আবুল হোসেন তার বক্তব্যে কমপ্যাক্ট টাউনশিপ বিষয়টিকে নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করেন। সরকারী হিসেবে প্রতিবছর ১শতাংশ হারে আমাদের আবাদী জমি কমে যাচ্ছে। আমাদের গবেষণায় এই হার আরো বেশি। এই অবস্থা চলতে থাকলে ২০৬০-৭০ সাল নাগাদ আবাদী জমি আর থাকবে না। ২০৫০ সালে জনসংখ্যা গিয়ে দাঁড়াবে ২৪ থেকে ২৮ কোটিতে। এই বিশাল সংখ্যক জনগোষ্ঠী কী অবস্থায় গিয়ে দাঁড়াবে? কৃষি কাজের জন্য আবাদী জমি অবশিষ্ট থাকবে না, আবাসনের ব্যবস্থা থাকবে না। অনেকে বলেন, বিদেশে তো অনেক লোক কাজ করার জন্য যাচ্ছে কিন্তু তারা যদি আমাদের আর না নেয়? বিদেশে সবাই যেতে পারবে না। আবার অনেকে বলেন, আমাদের অনেক লোক গার্মেন্টস সেক্টরে কাজ করছে। কিন্তু এই সেক্টরটিও ভঙ্গুর, সস্তা শ্রমের জন্য ভবিষ্যতে যদি এই বাজারটি আমরা হারাই, আমাদের চেয়ে সস্তা শ্রম পাওয়ার ফলে আফ্রিকা বা পৃথিবীর অন্য কোন দেশে স্থানান্তরিত হয় বাজারটি তবে এই সেক্টরে জড়িত বিশাল জনগোষ্ঠীর কী হবে, সেসব আমাদের ভাবতে হবে। তিনি কমপ্যাক্ট টাউনশিপের নানা দিক, এর সুবিধাদি তুলে ধরেন।

৪. নোয়াখালী বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যায়ের সহকারী অধ্যাপক আব্দুল কাইয়ুম মাসুদ আলোচনায় অংশ নিয়ে মত প্রকাশ করে বলেন এটা একটা নতুন কনসেপ্ট। কমপেক্ট টাউনশিপে যারা অংশগ্রহণ করবে আমাদের দেশের প্রেক্ষিতে এরকম ভাবতে পারে যে,তার একটা ফ্লাট কিনবে বা বাড়ি কিনবে। বর্তমান এই পর্যায়ে বাস্তবায়ন করা একটু ডিফিকাল্ট মনে হয়, কারণ বিদেশে যে থাকে, শহরে যে থাকে, সে ভাবতে পারে আমি কেন যাব? উদাহরণস্বরূপ যদি কয়েকটি কমপ্যাক্ট টাউনশিপ গড়ে তোলা যায় তবে সেটি খুব ভালো হবে। সাধারণ মানুষের কাছে সেটি সহজে বিশ্বাসযোগ্য হবে, মডেল হবে। আমাদের দেশের অনেক মানুষ চোখের সামনে কোন কিছু না দেখলে, উদাহরণ না দেখলে সহজে বিশ্বাস করতে চায় না। তিনি বলেন, একটা নির্দিষ্ট জায়গার মধ্যে বাড়িঘর হবে, প্রোডাক্টিভিটি বাড়বে এই চিন্তাটা খুব লজিক্যাল। যেভাবে কৃষিজমি কমে যাচ্ছে সরকারী পর্যায়ে এই বিষয়টা এখনই আসা উচিত।

৫. মো. মোয়াজ্জেম হোসেন ,প্রধান শিক্ষক, মত প্রকাশ করে বলেন, ব্যক্তিগতভাবে ধারণাটা খুব ভালো লেগেছে। আগামী পঞ্চাশ বছরে জনসংখ্যার যে বিস্ফোরণ হবে তা সামাল দেওয়া খুব মুশকিল হবে। প্রশ্ন হলো কিভাবে আমরা কাজটি করব? কাজে লাগাব? সরকার কী করছে? যাদের অর্থনৈতিক অবস্থা ভালো তারা যেতে চাইবে না। অনেক ধনী লোক একশ-দু'শ একর জমি নিয়ে প্রকল্প করে রেখেছে। সরকার যদি এমন নিয়ম করে যে ছোট শহরে যত্রতত্র বাড়ি করা যাবে না তাহলে ভালো হবে। আপনাদের বাস্তবে কাজ করে দেখাতে হবে।

৬. সাংবাদিক ইউনিটির সাধারণ সম্পাদক মো. জামালউদ্দিন মতামত প্রকাশ করেন, আমাদের আবাদী জমি, কৃষিজমি যাতে আর নষ্ট না হয়। তিনি এক সরকারী কর্মকর্তার উদাহরণ টেনে বলেন, খাদ্যে আজ এত ভেজাল ঢুকে গেছে যে খাবার খেতে গেলে ভয় লাগে। যে কারণে তিনি, এই বেগমগঞ্জে যার বাড়ি, সপ্তাহে একবার মাছ-শাক সবজি ঢাকায় নিয়ে যান, সারা সপ্তাহ তা দিয়ে চলে।

ঢাকায় আর কোন বাজার করেন না। গ্রামের বাড়িতে বিশাল এলাকা নিয়ে তিনি খামার তৈরি করেছেন, মাছ উৎপাদন করছেন, ফ্রেশ শাক-বজি উৎপাদন করছেন। এ করতে গিয়ে আবাদী জমির বিশাল অংশ অবশ্য নষ্ট হয়ে গেছে। কিন্তু কী করবে, চারদিকে ভেজাল এ হচ্ছে আমাদের চারদিকের বর্তমান অবস্থা।

৭. ফরিদ হোসেন এর আলোচনায় উঠে আসে, আমরা সবাই যদি সচেতন হই তবেই বাংলাদেশ সচেতন হয়ে উঠবে। তিনি বলেন নোয়াখালীর মাইজদীতে (ঝঁনধৎহধ ঈযধৎ এলাকায়) একটি কমপ্যাক্ট টাউনশিপ গড়ে তোলা যায়, কারণ টাউনশিপ গড়ে তোলবার মতো বিশাল এলাকা সেখানে এখনো খালি পড়ে রয়েছে।

৮. মাহাবুবুল হক আজাদ দেশকে নিয়ে সুন্দর ভাবনার জন্য, সবার মাঝে এটি শেয়ার করার জন্য কমপ্যাক্ট টাউনশিপ ফাউন্ডেশনকে ধন্যবাদ জানান। কমপ্যাক্ট টাউনশিপ গড়তে অল্প সংখ্যক মানুষের অংশগ্রহণ যথেষ্ট নয় বলে অভিমত দেন।

৯. দৈনিক প্রথম আলোর জেলা প্রতিনিধি মাহবুবুর রহমান মত বিনিময় আলোচনায় অংশ নিয়ে বলেন, ব্যক্তিগতভাবে অনেকদিন ধরে চিন্তাটি মাথায় ঘুরপাক খাচ্ছিল। পেশাগত কাজে নোয়াখালীর বিভিন্ন এলাকায় ঘুরে বেড়ানোর সুবাদে পরিবেশগত দ্রুত পরিবর্তনটি তার কাছে খুব স্পষ্ট বলে সবাইকে জানান। ইট ভাটাগুলোর কথা তুলে ধরেন, এখন যে পরিমাণে ইটভাটা রয়েছে আগে সেরূপ ছিল না। যে স্থানে একবার ইটভাটা গড়ে ওঠে সে জায়গা পরবর্তী তিন-চার চার বছর আবাদের অনুপযোগী থাকে। ইটভাটা নির্মাণের জন্য সরকারী নীতিমালাগুলো অনুসরণ করা হয় না।

১০. কৃষিবিদ ডি. কে রায় চৌধুরী অত্যন্ত চমৎকার বক্তব্যে বিষয়গুলো সবার সামনে তুলে ধরেন। তার অভিমত, এমন ঘটতে থাকলে প্রাকৃতিক দুর্যোগ একদিন আমাদের শেষ করে দিবে। তখন এর ভার কে বহন করবে? কৃষি জমি ঠিক না থাকলে বিভিন্ন প্রাকৃতিক দুর্যোগ সামনে এসে উপস্থিত হবে, খড়া হবে। নতুন কোনোকিছু সামনে এলে ৮০% লোক তা গ্রহণ করতে বিলম্ব করে; গ্রহণ করার মতো ১০% লোক কিন্তু সব সময়ই আছে।

১১. সাংবাদিক ইউনিয়নের সভাপতি জনাব হানিফ ভূঁইয়া আশির দশক- পূর্ব অভিজ্ঞতা তুলে ধরেন, পলস্নী বিদ্যুতের কার্যক্রম যখন প্রথম গ্রামে গ্রামে শুরু হয় তখন অনেকেই বিশ্বাস করতে পারেনি। বলেছে বিদ্যুৎ ব্যবসা শুরম্ন হয়েছে। এক অন্যের কাছে প্রশ্ন রেখেছে, মাসে মাসে ১০ টাকা করে নিয়ে বিদ্যুৎ দিবে? বিশ্বাস করে উঠতে পারেনি।

১২. ছাত্র প্রতিনিধি ছোটন রায় আলোচনায় অংশ নিয়ে বলেন, বাহরাইনে নগর পরিকল্পনায় কাজ করছেন বাংলাদেশেরই এক বিজ্ঞানী। আমরা আমাদের দেশে তা পারি না কেন? কারণ আমাদের নিজেদের মাঝে নিজেদের মিল নেই। সিঙ্গাপুরের নগর পরিকল্পনার কথাও তুলে ধরেন।

১৩. মো. আহসানউলস্নাহ্'র মত হচ্ছে, জমির মালিক, সরকার এবং আমরা এই তিন মৎড়ঁঢ় এর যৌথ উদ্যোগে যদি কমপ্যাক্ট টাউনশিপ গড়ে তোলা যায় তাহলে অতি সহজ হবে। জমির মালিক জমি প্রদান করবে, সরকার ঘর-বাড়ি নির্মাণে নীতিমালা তৈরি করবে, আর আমরা সবাই সহায়তা দিয়ে-বুদ্ধি দিয়ে কমপ্যাক্ট টাউনশিপ গড়ে তুলব তাহলে কাজটা সহজ হয়ে যাবে।

আলোচনা সভায় যেসবগু রম্নত্বপূর্ণ প্রশ্ন, মতামত, পরামর্শ সামনে চলে আসে সেগুলো নিম্নরূপঃ

১. উদ্যোগটা এ্যাপ্রেশিয়েট করি। এ্যাক্সামপ্ল ক্রিয়েট করম্নন আগে। মানুষ দেখবে যে, ইমপিয়মেন্ট হচ্ছে, অনেকে লাভবান হচ্ছে তাহলে অনেক মানুষ বুঝতে পারবে।

২. সরকার যদি এমন নিয়ম করে যে, যত্রতত্র বাড়ি তৈরি করা যাবে না। সরকার না থাকলে সফল হওয়ার সম্ভাবনা দেখছি না। কমপ্যাক্ট টাউনশিপ গড়ে উঠলে হত দরিদ্ররা বাঁচার আশা খুঁজে পাবে।

৩. ভাইটাল কোশ্চেন হচ্ছে, পাইলট না হলে জনগণ বিশ্বাস করতে চাইবে না।

৪. ঘুষ আর দুর্নীতির কারণে আমরা নিম্ন পর্যায়ে চলে যাচ্ছি। ভবিষ্যতে বিপুল জনসংখ্যা কোথায় যাবে, কি খাবে?

৫. কমপ্যাক্ট টাউনশিপে সবাইকে আনা যাবে না। একটি ওয়ার্ডেই থাকে ২০,০০০ মানুষ, এটা একটা দুর্বলতা।

৬. আপনারা জেলাভিত্তিক কমিটি গঠন করেন। রাষ্ট্রযন্ত্রের বিশাল অংশকে কাজে লাগানো গেলে সম্ভব হবে। চবড়ঢ়ষবং ঢ়ধৎঃরপরঢ়ধঃরড়হ লাগবে।

৭. যে এলাকায় যে শিল্প বা পণ্য তাকে কেন্দ্র করে, কো-অপারেটিভের মতো করে; পরে সেই সঞ্চয় ও আমানত ব্যবহার করলে আমার মনে হয় অন্যের সাহায্যেরও আর দরকার পড়বে না।

৮. উপজেলা চেয়ার্যান, ভাইস-চেয়ারম্যান, পৌর মেয়র, ইউএনও তাদেরকে জড়িত করতে হবে।

৯. গ্রামে যেতে হবে, কৃষকদের বোঝাতে হবে। গুড়ো মাছ পাওয়া যাচ্ছে না, পরিবেশ দূষণের জন্য ফসল লাল হয়ে যাচ্ছে। ঠিকমতো স্যানিটেশনের ব্যবস্থা নাই।

১০. পলিসি লেভেলে সরকারের উদ্যোগ ছাড়া হবে না। পাবলিক-প্রাইভেট পার্টনারশিপের প্রয়োজন পড়বে।

১১. চৌমুহনী মেয়র আক্তার হোসেন ফয়সাল (পৌরসভার মেয়র) তার বক্তব্যে আমাদের **নিজেদের** অসচেতনতার বিষয়গুলো তুলে ধরেন। যে ব্যক্তি বিদেশে অবস্থানকালীন সময় সকল ময়লা ডাস্টবিনে ফেলছেন সেই এই ব্যক্তি বাংলাদেশে থাকার সময় নির্দ্বিধায় সকল ময়লা যেখানে সেখানে ফেলে দিচ্ছেন, যেন এটিই নিয়মে দাঁড়িয়ে গেছে। পৌরবাসীর ফেলা ময়লা-পলিথিন ড্রেনে গিয়ে বড় সমস্যার সৃষ্টি করছে তিনি বলেন। নতুন বাড়ি নির্মাণের সময় আলো-বাতাস বেশি পাব বলে আমরা ১ফুট জায়গাও যে ছাড়তে চাই না, হঠকারীতা করি এই সকল দিক তুলে ধরে কমপ্যাক্ট টাউনশিপ ফাউন্ডেশনের সুন্দর পথচলা ও সাফল্য কামনা করেন।

১২. সভার সভাপতি মতবিনিময় সভায় আগত সবাইকে শুভেচ্ছা জানিয়ে কমপ্যাক্ট টাউনশিপের নানা ভালো দিক, প্রয়োজনীয়তাগুলো তুলে ধরেন। কমপ্যাক্ট টাউনশিপ ফাউন্ডেশনের ভালো উদ্যোগ, পথচলা যাতে সুন্দর হয় সে কামনা ব্যক্ত করেন। কমপ্যাক্ট টাউনশিপ ফাউন্ডেশকে সকল সাহায্যের দুয়ার খোলা থাকবে বলে সহায়তার আশ্বাস পুর্নব্যক্ত করেন।